4-1-57

চারুচিত্র নিবেদিত

রবীন্দ্রনাথের

কাবুলিওয়ালা

চারুচিত্র নিবেদিত

রবীন্দ্রনাথের

কাবুলিওয়ালা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
তপন সিংহ

সঙ্গীত :
রবিশঙ্কর

অতিরিক্ত সংলাপ :
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভূমিকায়

কাবুলিওয়ালা : ছবি বিশ্বাস, মিনি : টিকু ঠাকুর
বাবা : রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, মা : মঞ্জু দে,

তৎসহ

শ্রাবণী চৌধুরী, জীবেন বসু, ওহর রায়, কালী ব্যানার্জি, সুতু বসু, কৃষ্ণধন মুখার্জি, রঞ্জন গুপ্ত, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, ধীরাজ দাস, নৃপতি চ্যাটার্জি, লালু বর্ম্মণ, অতনু কুমার লীলাবতী, মঞ্জু শর্মা, আশা দেবী, সুবল দত্ত, দেবী নিয়োগী, গোপেন মুখার্জি, পারিজাত বসু, প্রীতি মজুমদার, পীযুষ বসু, দেবরঞ্জন মুখার্জি, জয়শ্রী বিশ্বাস।

চিত্রগ্রহণ—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা—সুনীতি মিত্র
শব্দগ্রহণ—মনি বসু
প্রচার—ক্যাপস
কর্ম্মসচিব—ক্ষিতিশ আচার্য্য
স্থিরচিত্র—ষ্টুডিয়ো রেনেসাঁ

অঙ্কনে—রণেন আয়ন দত্ত,
ষ্টুডিও এক্স এল
সঙ্গীত গ্রহণ এবং পুনঃ শব্দ যোজনা
অতুল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা—সুবোধ রায়
রূপ-সজ্জা—মদন পাঠক

সহকারী পরিচালনা—পীযুষ বসু, বলাই সেন, নখিলেশ লাহিড়ী
সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা—অজয় সিংহ রায়

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত,
ষ্টুডিয়ো সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে আর, সি, এ এবং
ষ্টেনসিল হফম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
বিশ্বভারতী, রেডিও কাবুল, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কারা বিভাগ
রানী ঝান্সী বাহিনী, শ্রীমতী ইরা ঠাকুর, শ্রীমতী আভা চৌধুরী,
শ্রীঅরবিন্দ নাগ (লক্ষ্ণৌ), শ্রীদেবকুমার দত্ত (জয়পুর)

কাহিনী

পৃথিবীতে অসম বন্ধুত্ব বিরল কিন্তু অসম্ভব নয়। বাংলা দেশের মিনি নামে একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে ফেরিওয়ালা এক কাবুলীর এমনি এক মধুর বন্ধুত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

সাধারণ অন্য ছেলেমেয়েদের মতো মিনিরও বোধ হয় প্রথম ধারণা ছিল যে, কাবুলিওয়ালার লম্বা ঝুলিটার মাঝে তার মতো দু'চারটি ছোট ছেলেমেয়ে পোরা আছে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালার সাঙ্গই মিনির গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

"তোমার ঝুলির ভেতর কী আছে?" মিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে।

একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করে কাবুলিওয়ালা বলে, "হাঁতি!"

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। কাবুলিওয়ালার প্রতি তিনি সন্দিগ্ধ।

মিনির বাবা লেখক মানুষ। স্ত্রীর সন্দেহকে তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। কাবুলিওয়ালার কাছে তার দেশের কথা তাঁর ভালো লাগে।

অপমানের শোধ নিতে একজনকে সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কাবুলিওয়ালার দীর্ঘ দিনের জন্যে জেল হয়ে গেল। ছেদ পড়লো মিনি ও কাবুলিওয়ালার বন্ধুত্বের সম্পর্কে।

তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। মিনি বড় হয়েছে। বাড়িতে তার বিয়ের আয়োজন চলছে। বিয়ে বাড়ীতে সকালে হঠাৎ সেই কাবুলিওয়ালা এসে হাজির। সেইদিনই ছাড়া পেয়ে সে তার 'খোঁকী'কে দেখতে এসেছে।

ব্যাপারটা মিনির বাবার পক্ষে বেশ অস্বস্তিকর। মিনির সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই বলে, তিনি কাবুলিওয়ালাকে বিদায় করলেন। হতাশভাবে চলে যেতে গিয়ে কাবুলিওয়ালা আবার ফিরে এলো। তার 'খোঁকীর জন্যে সে কিছু আঙুর বেদানা কিনে নিয়ে এসেছে। মিনির বাবা এ সব জিনিষের দাম দিতে যেতেই রুক্ষ কঠিন কাবুলিওয়ালার ভেতর থেকে কয়েকটা মানুষ যেন বেরিয়ে এলো।

তার নিজেরও দেশে মিনির মতো একটি মেয়ে আছে। মিনিকে দেখে সে তার সেই মেয়ের অভাব ভোলে। মিনির জন্যে যা কিছু সাধ্য সওদা সে তাই নিয়ে আসে। কথা বলতে বলতে ঢিলে আলখাল্লার ভেতর থেকে সে এক টুকরো বহুযত্নে ভাঁজ করা কাগজ বার করে খুলে ধরলো। ফটোগ্রাফ নয়, তেলের ছবি নয়, হাতে খানিকটা ভুসো মাখিয়ে কাগজের উপর তারই ছাপ নেওয়া। এ হাতের ছাপ তার মেয়ের। এরপর মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালাকে দেখা করতে না দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর হতে মিনির বাবা পারলেন না।

সালঙ্করা কপালে চন্দন আঁকা সলজ্জ মিনি এসে সামনে দাঁড়াতে, কাবুলিওয়ালা কিন্তু করুণ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। এ মিনিকে সে চেনে না। হাতের ছাপ যার এত কাল হয়ে বুকের কাছে নিয়ে বেড়িয়েছে, তার সেই মেয়েকেও হয়তো চিনতে পারবে না বুঝতে পেরে সে বুঝি হতাশ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। মিনির বাবা সেই মুহূর্তে অনুভব করলেন সুদূর কাবুল ও বাংলার দুটি পিতৃহৃদয় একই করুণ মধুর সুরে মিলিত। কাবুলিওয়ালাকে চিরদিন যিনি সন্দেহের চোখে দেখেছেন, এ দৃশ্যে সেই মিনির মা'র রূপান্তরও অপ্রত্যাশিত। মিনির বিয়ের উৎসবে জাঁকজমক হয়তো কিছু কম হলো। কিন্তু এক সকৃতজ্ঞ পিতার আন্তরিক শুভেচ্ছায় সে উৎসব বুঝি আর এক দিয়ে উজ্জ্বলতরো হয়ে উঠলো :—

তার বহুদিনের ফেলে আসা মেয়েকে সে আবার গিয়ে দেখতে পাক, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা!

সঙ্গীতাংশ

আফগানিস্থানের পশ্‌তু গান।

(১)

স্যাগে দিল্ মুস্তড়া আঁখো শ্যার শুনা মুল্,
নজুখ্, খুলে স্থকো মুস্‌খুল।
গম্‌য়েতু আরচিল দিলে্ দাখো নো মূল্,
নজুখ্, খুলে স্থকো মুস্‌খুল্ ॥
ইয়ারাব চাঁদি খোয়াবা বিমারসম্
নাস্কেনা খাদিরা না নাস্কিনা,
দিল্ দারা দানা নাস্কিনা,
আর তাস্তো স্কেতু আরজুনা মুল্।
নাজুখ্, খুলে স্থকো মুসখুল্ ॥
বিস্কান্ বিস্কান্ কেনেস্কানি,
কান্নে মোরা নমস্কানি বিস্কান্,
য্, য্, নমস্কানি বিস্কান্,
মেখ্ মুল বিস্কানি বিস্কান্।
বিস্কান্ বিস্কান্ মুস্‌খুল্
নজুখ্, খুলে স্থকো মুস্‌খুল্ ॥

—:০:—

পশ্‌তু গানের বাঙ্গলা অনুবাদ।

তোমার স্মৃতির ব্যথার ভারে
হৃদয় আমার কাঁপে,
ফুলের মতো তোমার মুখের তাপে।
হায়রে খোদা, এক ভাবনায়
আঘাত শত হানছে আমায়,
নিতুই মনস্তাপে ॥

এসো আমার প্রাণের প্রিয়,
পরশ তোমার দিওগো দিও!
আমার মাথা নত করে
জানাই তোমায় প্রভু,
ব্যবধানের জ্বালা যে আর
সইতে নারি কভু!
দূর করে দাও সকল অভিশাপে ॥

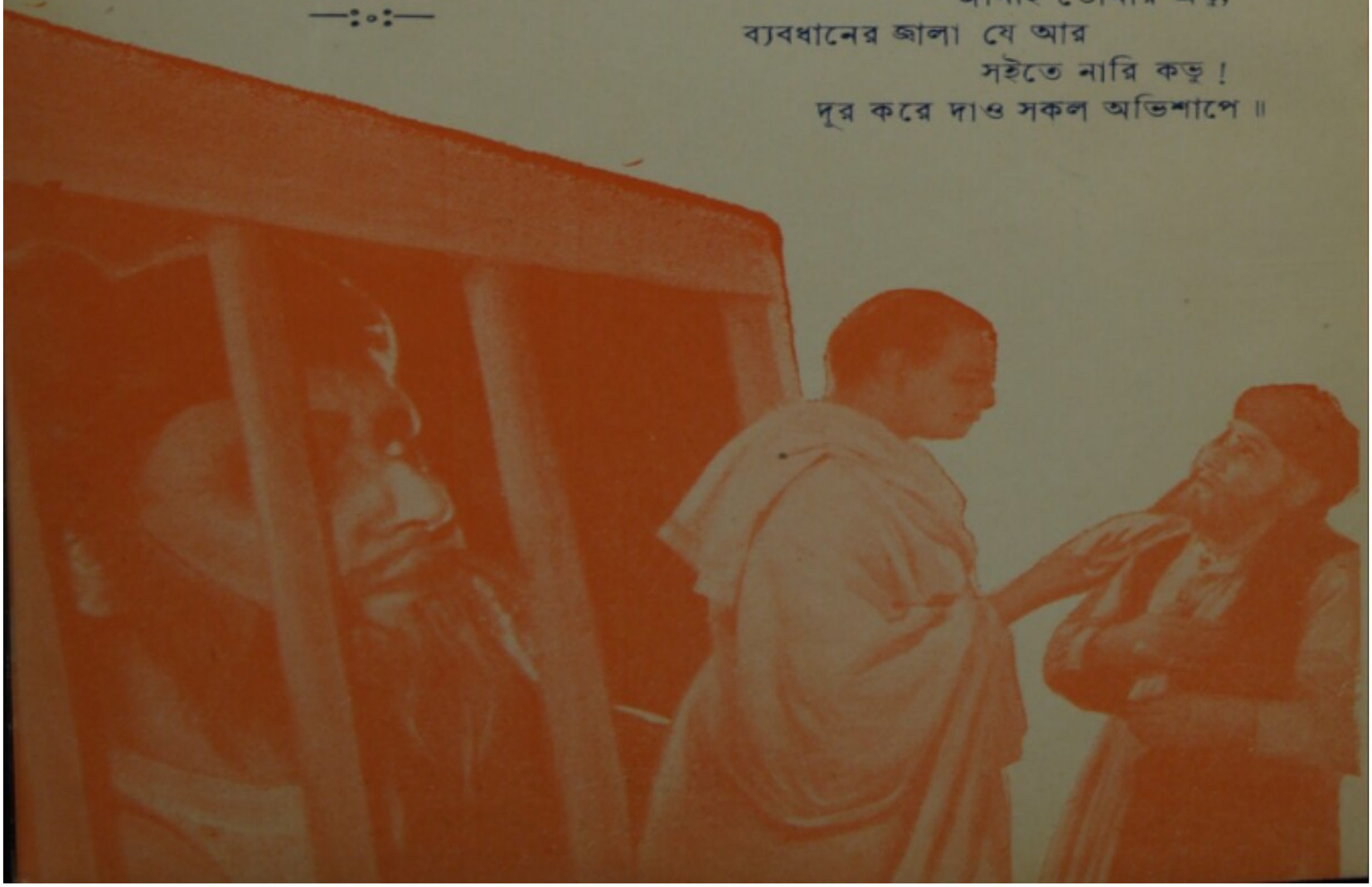

(২)

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বার বার ঝঞ্ঝন ঝঙ্কার
নয় এতো তরুণীর ক্রন্দন শঙ্কার ;
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর,
টলোমলো করে আজ তাই ও
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইও
গনি গনি দিনখন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি না যাই রে'।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ ওঠে উত্তাল,
হয়ো নাকো কুণ্ঠিত তালে তার দিয়ো তাল
জয় জয় জয় গান গাইয়ো
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

(৩)

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ কথার,—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশ কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে ॥

আবহ সঙ্গীত

ভারতে

রবিশঙ্কর, অজয় সিংহ রায়, উমাশঙ্কর, দক্ষিণামোহন ঠাকুর. আলোক দে, বাসুদেব চক্রবর্তী, রবীন পাল, আশু রায়, রবীন মজুমদার, রাধাকান্ত নন্দী, সুনীল গাঙ্গুলী, ফনী ভট্টাচার্য্য, আলী আমেদ হুসেন ॥

আফগানিস্থানে

ওস্তাদ গোলাম হোসেন	(হারমনিয়ম)
মহম্মদ আক্রাম	(রুবাব)
মহম্মদ সালিম কান্দাহারী	(দিলরুবা)
গোলাম মহম্মদ	(দিলরুবা)
মহম্মদ হাকিম	(তবলা)
খ্যাল	(নির্দেশনা)

রবীন্দ্র সঙ্গীত

পরিচালনা— সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী } রবিতীর্থ

যন্ত্র সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেশ রায়

কণ্ঠ সঙ্গীত—দেবযানী সেন, বনশ্রী মুখার্জি. মালবিকা চৌধুরী, শুক্লা সেন।

কলা-কুশলী সহকারী বৃন্দ

চিত্রগ্রহণ—অমিয় সেন গুপ্ত, মনীশ দাশগুপ্ত,

শব্দগ্রহণ—সুজিত সরকার

শিল্পনির্দেশনা—হেমেন ভৌমিক

সম্পাদনা—মিহির ঘোষ

রূপসজ্জা—কার্তিক দাস

ব্যবস্থাপনা—বিজয় দাস

পরিবেশক : ছায়াবানী প্রাইভেট লিঃ ; ৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
হইতে প্রকাশিত, ন্যাশন্যাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩ হইতে মুদ্রিত